হাই-টেক পার্ক নির্মানকল্পে গোপালগঞ্জে সভা অনুষ্ঠিত

গত ১৬/১১/২০১৬ তারিখ বুধবার সকাল ১০টায় গোপালগঞ্জ জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে গোপালগঞ্জে হাই -টেক পার্ক নির্মানকল্পে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মোকলেসুর রহমান সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ হাই -টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালক অতিরিক্ত সচিব হোসনে আরা বেগম এনডিসি।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের পরিচালক যুগ্ম সচিব মো: হাসানুল ইসলাম, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের যুগ্ম সচিব মো: মঞ্জুর কাদির , বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের সিস্টেম এনালিষ্ট ফকর উদ্দীন আল হেলাল, বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের উপ পরিচালক শাহিদুজ্জামান, বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের গবেষনা কর্মকর্তা শফিক উদ্দীন ভুঁইয়া |প্রমুখ।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন , হাই-টেক নির্মানের ফলে শুধু দেশে নয় বিদেশের সাথে আমাদের একটি সু-সম্পর্ক তৈরী হবে। আমরা দেশের ৭টি জেলায় প্রশিক্ষ ণ কেন্দ্র নির্মান করেছি। যার দ্বারা দেশের যুব সমাজ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একটি শক্তিশালী আইটি জনবল তৈরী হবে। ২০২১ সালের মধ্যে দেশের ২০ লক্ষ মানুষকে শুধু মাত্র আইটি খাতে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। ইতিমধ্যে ৫১৭৫ টি ডিজিটাল সেন্টার, ২৫ হাজার সরকারি অফিস, ৬২ হাজার ২৮৮ মিলিয়ন মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করছে।

তিনি আরো বলেন, ৩ লক্ষ ৫০ হাজার প্রফেশনাল আইটি কোম্পানী , ১ হাজার রেজিষ্টার্ড সফটওয়্যার ও আইটি

কোম্পানী তালিকা ভুক্ত করা হয়েছে। ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারকে আরো উন্নত করা উচিৎ। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে ১২টি আইটি পার্কের নির্মাণ কাজ ইতিমধ্যে শুরু করা হয়েছে। গোপালগঞ্জ শহর থেকে মাত্র ১৬ কিলোমিটার দুরে সদর উপজেলার শুকতাইল ইউনিয়নে ১০.৬৫ একর জমিতে আইটি পার্ক নির্মানের জন্য কাজ শুরু করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে প্রশ্নত্তোর পর্বে বক্তব্য রাখেন , গোপালগঞ্জ প্রেসক্লাবের মহাসচিব সৈয়দ মিরাজুল ইসলাম , বৈশাখী টেলিভিশনের গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি মোস্তফা জামান , গোপালগঞ্জ জেলা রিপোর্টাস ক্লাবের মহাসচিব এম শিমুল খান, গোপালগঞ্জ প্রেসক্লাবের সাবেক মহাসচিব সৈয়দ মুরাদুল ইসলাম , যমুনা টেলিভিশনের স্টাফ রিপোর্টার মোজাম্মেল হোসেন মুন্না, সদর উপজেলার নির্বাহী অফিসার মো: জালাল উদ্দীন প্রমুখ।

মাগুরায় আইটি ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ বিষয়ে সেমিনার

মাগুরায় আইটি ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ বিষয়ে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে জেলা প্রশাসক মুহ.মাহবুবর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন তথ্য প্রযুক্তি বিভাগের অতিরিক্ত সচিব হোসনে আরা বেগম।

বিশেষ অতিথি ছিলেন তথ্য প্রযুক্তি বিভাগের যুগ্ম সচিব আব্দুল কাদের, বাংলাদেশ হাই-টেক পার্কের যুগ্ম সচিব হাসানুল ইসলাম, জেলা পুলিশ সুপার মুনিবুর রহমান ও মাগুরা প্রেসক্লাবের সভাপতি শরীফ আমিরুল হাসান।

সেমিনারে মাগুরার বিভিন্ন কলেজ,স্কুল ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সেমিনারে জানানো হয়,তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর দক্ষ জনশক্তি তৈরীর মাধ্যমে দেশকে উন্নয়নের পথে আরো এগিয়ে নিতে প্রতিটি জেলায় আইটি ট্রেনিং সেন্টার এবং আইটি পার্ক গড়ে তোলা হচ্ছে।

কুয়েটে হচ্ছে খুলনার ‘হাইটেক পার্ক’

খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (কুয়েট) ক্যাম্পাসেই নির্মিত হচ্ছে কাঙ্খিত হাই-টেক পার্ক। মঙ্গলবার (১৫ নভেম্বর) বিকেল ৩টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাকক্ষে এ বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর ও সেটি হস্তান্তর করা হয়।

কুয়েট এর জনসংযোগ বিভাগের সেকশন অফিসার মনোজ কুমার মজুমদার স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) বেগম হোসনে আরা এনডিসি এবং কুয়েটের রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) জি এম শহিদুল আলম নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।

এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আলমগীর, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিনবৃন্দ, ইনস্টিটিউটের পরিচালক, বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধানগণ , পরিচালকগণসহ হাই-টেক পার্ক সংশ্লিষ্ট শিক্ষক ও কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে হাই-টেক পার্ক সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

এরপর হাই -টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বেগম হোসনে আরা পার্কের জন্য নির্ধারিত স্থান পরিদর্শনে যান। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আলমগীরসহ সংশ্লিষ্টরা তার সাথে ছিলেন।

হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বেগম হোসনে আরা বলেন , শিগগিরই পার্কের নির্মাণ কাজ শুরু হবে। প্রকৌশল শিক্ষার অন্যতম বিদ্যাপীঠ কুয়েটে পার্কটি নির্মিত হওয়ায় এর সুফলের বিষয়ে আমরা নিশ্চিত।

এ প্রসঙ্গে কুয়েট ভিসি প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আলমগীর বলেন , হাই-টেক পার্ক নির্মিত হলে এটি কুয়েট , খুলনাসহ সমগ্র বাংলাদেশেকে ডিজিটাল বাংলাদেশে পরিণত করার পথে আরো একধাপ অগ্রসর করবে। শিক্ষা, গবেষণাসহ মেধাবীদের কর্মসংস্থানে হাই-টেক পার্ক অগ্রণী ভূমিকা রাখবে।

এর আগে IT/ITES Industry need analysis with relevant stakeholder' বিষয়ক শীর্ষক সেমিনার মঙ্গলবার খুলনা সার্কিট হাউস সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও অতিরিক্ত সচিব হোসনে আরা বেগম। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন খুলনা জেলা প্রশাসক নাজমুল আহসান। এতে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হাই -টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের পরিচালক ও যুগ্মসচিব মনজুর কাদির এবং অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) গিয়াস উদ্দিন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন হাই -টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের পরিচালক (কারিগরী) ও যুগ্মসচিব হাসানুল ইসলাম। সেমিনারে খুলনা বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা , আইটি প্রতিষ্ঠানের সিইওসহ আইটি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

সেমিনারে জানানো হয় আইটি ও আইটিএস সেক্টরে ব্যাপক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে সরকার ২০১০ সালে বাংলাদেশ হাই -টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করে। সরকারের কাঙ্খিত এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে এইচটিপি কর্তৃপক্ষের আওতায় সারাদেশে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে ২৮টি স্থানে (জেলা ও বিভাগে) আইটি পার্ক, হাই-টেক পার্ক, আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন করা হচ্ছে।

সভায় আরো জানানো হয়, দেশের প্রতিটি জেলায় আইটি পার্ক স্থাপনের অংশ হিসেবে প্রথম পর্যায়ে গোপালগঞ্জ , ময়মনসিংহ, জামালপুর, ঢাকার কেরাণীগঞ্জ, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, রংপুর, নাটোর, সিলেট, বরিশাল ও খুলনা জেলায় খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে আইটি ভিলেজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১২টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। খুলনায় কুয়েট প্রদত্ত আট একর জায়গার ওপর আইটি ভিলেজ স্থাপিত হবে। এখানে অর্থায়ন করবে বিশ্বব্যাংক এবং ভারতের একটি প্রতিষ্ঠান। এছাড়াও সারাদেশে ভ্রাম্যমাণ বাসের সাহায্যে শুধুমাত্র মেয়েদের প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং প্রতিটি কোর্সে ২৫ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে। প্রথম পর্যায়ে খুলনা ও বরিশাল বিভাগে একটি বাসে এ প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

খুলনায় আইটি শিল্প বিষয়ক সেমিনার

খুলনায় 'আইটি/আইটিইএস শিল্পের সংশ্লিষ্ট স্টেক হোল্ডারদের সঙ্গে বিশ্লেষণ' বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার (১৫ নভেম্বর) খুলনা সার্কিট হাউজের সম্মেলন কক্ষে দিনব্যাপী এ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ হাই -টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও অতিরিক্ত সচিব হোসনে আরা বেগম।

হোসনে আরা বেগম বলেন , দেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যমআয়ের দেশে উন্নীত করতে হলে ২০২০ সালের মধ্যে আইটি সেক্টরে ২০ লাখ মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। আইসিটি শিল্পের ব্যাপক প্রসারে অবকাঠামো নির্মাণ, প্রণোদনার দেওয়া, দেশি-বিদেশি উদ্যোক্তাদের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক সই, দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির প্রশিক্ষণ প্রদানসহ আইসিটি সম্পর্কিত গবেষণা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করছে হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ।

এসব উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে আইসিটি খাতে বিপুল কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে এবং ২০২০ সালের মধ্যে পাঁচ বিলিয়ন ডলার রফতানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে।

আইসিটি সেক্টরের বর্তমান কার্যক্রমের সার্বিক পরিস্থিতি তুলে ধরে তিনি আরও বলেন , আমাদের দেশের তরুণ জনগোষ্ঠী অত্যন্ত পজেটিভ মানসিকতার। এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হবে, তাদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

খুলনা জেলা প্রশাসক নাজমুল আহসান সভাপতিত্বে ও হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষের পরিচালক (কারিগরী) ও যুগ্মসচিব মো. হাসানুল ইসলাম পরিচালনায় সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন পার্ক কর্তৃপক্ষের পরিচালক ও যুগ্মসচিব মনজুর কাদির এবং অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) মো. গিয়াস উদ্দিন। এছাড়া বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা, আইটি প্রতিষ্ঠানের সিইও সহ আইটি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।

সেমিনারে জানানো হয়- আইটি/আইটিএস সেক্টরে ব্যাপক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে সরকার ২০১০ সালে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করে। সরকারের কাঙ্ক্ষিত এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে এইচটিপি কর্তৃপক্ষের আওতায় সারাদেশে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ২৮টি স্থানে (জেলা ও বিভাগে) আইটি পার্ক, হাইটেক পার্ক, আইটি ট্রেনিং অ্যান্ড ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন করা হচ্ছে।

এতে আরও জানানো হয়, দেশের প্রতিটি জেলায় আইটি পার্ক স্থাপনের অংশ হিসেবে প্রথম পর্যায়ে গোপালগঞ্জ , ময়মনসিংহ, জামালপুর, ঢাকার কেরানীগঞ্জ, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, রংপুর, নাটোর, সিলেট, বরিশাল ও খুলনা জেলায় খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে আইটি ভিলেজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১২টি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে।

বিশ্বব্যাংক এবং ভারতের একটি প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নে খুলনায় কুয়েট প্রদত্ত আট একর জায়গার ওপর আইটি ভিলেজ স্থাপিত হবে।

এছাড়াও সারাদেশে ভ্রাম্যমাণ বাসের সাহায্যে শুধুমাত্র মেয়েদের প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং প্রতিটি কোর্সে ২৫ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশ নেওয়ার সুযোগ পাবে। প্রথম পর্যায়ে খুলনা ও বরিশাল বিভাগে একটি বাসে এ প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।